দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 02 OCT 1993
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৪

৭

131

শরীয়তপুরে ১৪৪টি প্রাথমিক স্কুল সরকারীকরণের অপেক্ষায়-

শরীয়তপুর সংবাদদাতা ॥ শরীয়তপুর জেলার ৬টি থানার ১শত ৪৪টি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় দীর্ঘদিন ধরিয়া সরকারীকরণের অপেক্ষায় রহিয়াছে। ফলে এইসব বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানরত অর্ধ সহস্রাধিক শিক্ষক-শিক্ষিকার ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। এইসব বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির প্রায় প্রতিটিতে ৪/৫ জন করিয়া শিক্ষক-শিক্ষিকা তাঁহাদের চরম দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও দীর্ঘদিন ধরিয়া ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষাদান করিয়া আসিতেছেন। জেলার বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির মধ্যে ৩২টি বিদ্যালয় দীর্ঘ দেড় যুগের বেশী সময় ধরিয়া সরকারীকরণের প্রত্যাশায় রহিয়াছে। এই সব বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সমগ্র জীবনটাই বলিতে গেলে বিদ্যালয়ে কাটাইয়া দিয়াছেন। অন্যান্য সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মতই তাঁহারাও কোমলমতি শিশু ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষাদান করিতেছেন। প্রতি মাসে সরকার হইতে ইহাদেরকে মাত্র নির্ধারিত (কেন-সলিডেটেড) ৫ শত টাকা দেওয়া হয়। এই সব বিদ্যালয়ের অধিকাংশেরই আর্থিক অবস্থা খারাপ। ফলে ছুল হইতে প্রকৃতপক্ষে তাহারা কিছুই পান না। তাঁহাদের একমাত্র আশা সরকার কবে তাহার অঙ্গীকার মোতাবেক এইসব বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি সরকারীকরণ করিবে এবং তাঁহাদের দুঃখ-দুর্দশার জীবনের অবসান ঘটিবে।

অন্যদিকে বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় গৃহগুলির অধিকাংশ সংস্কারাভাবে জরাজীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। অনেক এলাকায় ইতিমধ্যে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে বিদ্যালয় ঘর নষ্ট হইয়া যাওয়ায় অর্থাভাবে ঐ সব ঘর মেরামত করা সম্ভব হইতেছে না।

আবার এলাকার লোকজনদের নিকট হইতে চাঁদা তুলিয়া কোনমতে ২/১ টি ঘর তুলিয়া বিদ্যালয়ের কাজ চালান হইতেছে। এইসব বিদ্যালয়ে টুল, টেবিলসহ শিক্ষা উপকরণের অভাব প্রকট। পানীয়জল ও শৌচাগারের ব্যবস্থা নাই বলিলেই চলে।